তিন মাস বেতন নেই অসমের চিকিৎসকদের

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর : মহামারি মোকাবিলায় একেবারে সামনের সারির যোদ্ধা তাঁরা। অথচ মাসের শেষে বেতনের নিশ্চয়তা নেই অসমের চারটি সরকারি হাসপাতালের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকদের। অভিযোগ, গত ৮৯ দিন বিনা বেতনে কাজ করছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে আবার কর্তৃপক্ষ তাঁদের মেডিকেল কলেজের হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ায় চরম বিপাকে এই চিকিৎসকরা। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (পিজি) উত্তীর্ণ চিকিৎসকদের ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ডিব্রুগড়ের অসম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক প্রত্যুষ মহান্তের কথায়, 'কোভিড যোদ্ধারা এখন কোভিড ভিখারি।' গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ সহ অসমের সাতটি সরকারি হাসপাতালের ৩৫০ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত এখন। একজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকের মাসিক বেতন ৬৫ হাজার টাকা। হলে কী হবে, এক কানাকড়িও মিলছে না জানিয়ে প্রত্যুষ বলেন, 'তেজপুর মেডিকেল কলেজ, বরপেটার ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজ, ডিফু মেডিকেল কলেজের পিজি উত্তীর্ণ চিকিৎসকরা খানিকটা হলেও সৌভাগ্যবান। সম্প্রতি সেপ্টেম্বরের বেতন পেয়েছেন তাঁরা। অসম মেডিকেল কলেজ, জোড়হাট মেডিকেল কলেজ, শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে এখনও বেতন হয়নি।' শল্যচিকিৎসক প্রত্যুষ জানিয়েছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পিজি ডাক্তারদের হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'এখন যদি আমরা হাসপাতাল থেকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে চলে যাই, তাহলে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।' হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। অসম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী পিজি উত্তীর্ণদের হস্টেল ছাড়া বাধ্যতামূলক।

৪০ শতাংশ সংক্রামিত শ্রীনগরে

শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় ৪০ শতাংশ বাসিন্দার দেহে করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবডির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সাম্প্রতিক সেরো সমীক্ষায়। শ্রীনগরের সরকারি মেডিকেল কলেজের (জিএমসি) ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, জুন মাসে শ্রীনগরের বাসিন্দাদের ৩.৮ শতাংশের দেহে করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি মিলেছিল। অ্যান্টিবডির হদিস পেতে রক্তের সিরাম পরীক্ষা করা হয় সেরো সমীক্ষায়। সেই পরীক্ষায় এই ভয়াবহ ইঙ্গিত মিলেছে। জিএমসির চিকিৎসক তথা কমিউনিটি মেডিসিনের প্রধান মহম্মদ সেলিম খান জানিয়েছেন, শ্রীনগর জেলায় ২,৪০০ জনের ওপর সেরো সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাঁদের ৪০ শতাংশের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ হলেও দেহে করোনা প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি ছিল। এর অর্থ, সাম্প্রতিককালে তাঁরা করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছিলেন। শ্রীনগর জেলাকে ২০টি ভাগে ভাগ করে যথেচ্ছভাবে নমুনা সংগ্রহ করে এই সমীক্ষা করা হয়। দেখা গিয়েছে, করোনার অ্যান্টিবডিবাহী পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি। জম্মু ও কাশ্মীরের ২২টি জেলাতেই সেরো সমীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৪৫৫ জনের। এর মধ্যে শুধু শ্রীনগরে সংখ্যাটা ৩৪৮। রাজ্যে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। শ্রীনগরে সংখ্যাটা ১৯ হাজারের মতো।

দুই রাজ্যের করোনা রিভিউ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সহ কেরল ও দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি রিভিউ বৈঠকে বসল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তিন রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবদের সঙ্গে এদিন ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অংশ নেন নীতি আয়োগ সদস্য ডা: ভিকে পল, আইসিএমআর ডিজি বলরাম ভার্গব সহ একাধিক শীর্ষ কেন্দ্রীয় আধিকারিক। তিন রাজ্যেই সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে আকাশছোঁয়া। বৈঠকের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও বেশি করে 'টেস্টিং ট্র্যাকিং ও ট্রিটমেন্ট' স্ট্র্যাটেজি পালন করার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আরটি-পিসিআর টেস্টে যেন কোনওরকম খামতি না থাকে সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি বিভিন্ন করোনা কেসগুলিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। একইরকমভাবে টেস্টিংয়ে জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দৈনন্দিন মূল্যায়ন ও তার বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়ার কথাও বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন রাজ্যের পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর ও টেস্টিংয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। প্রায় একই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাজধানী দিল্লি ও কেরলকেও।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ভুপালে বিক্ষোভ।

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে পুলিশি সক্রিয়তায় আপত্তি কোর্টের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করলেই আর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। মতপ্রকাশের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এজন্য একটি মামলায় শীর্ষ আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগে মামলাটি করেছিলেন দিল্লিবাসী বাঙালি রোশনি বিশ্বাস। লকডাউনের সময় কলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে প্রবল ভিড় দেখে রাজ্য সরকারের সক্রিয়তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই মহিলার বিরুদ্ধে বালিগঞ্জ থানায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করে কলকাতা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, মানহানি, শান্তিভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর নানা অভিযোগে মামলা রুজু হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে সমন পাঠায় পুলিশ। কলকাতা পুলিশের সেই সমনকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁকে পুলিশের তদন্তে সাহায্য করতে বলে। এরপর হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ২৯ বছরের ওই বাঙালি মহিলা। তাঁর আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি বলেন, একটা সামান্য ফেসবুক পোস্টের জন্য এরকম হেনস্তা ভাবা যায় না। রোশনি বিশ্বাস পুলিশকে সবরকম সহযোগিতা করতে রাজি। কিন্তু করোনা আবহে কীভাবে তিনি দিল্লি থেকে কলকাতা যাবেন? তদন্তকারী অফিসাররা যদি ই-মেলে প্রশ্ন পাঠান, রোশনি উত্তর দিতে রাজি। এভাবে বলপূর্বক এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া অনৈতিক। এই বয়ান শুনে বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পুলিশকে তীব্র ভর্ৎসনা করে।

সুপ্রিম কোর্ট বলে, এভাবে তুচ্ছ কারণে পুলিশ সাধারণ মানুষকে সমন পাঠিয়ে হেনস্তা করা শুরু করলে নাগরিকের বাকস্বাধীনতা রক্ষা করতে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, 'এটা ক্ষমতার অপব্যবহার। একইসঙ্গে ভয়ংকর ঔদ্ধত্য। যেন বলতে চাওয়া হচ্ছে, এত বড় আস্পর্ধা তোমার যে রাজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলছ। দাঁড়াও এবার উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। যেখানেই থাকো, তোমায় খুঁজে বের করে শাস্তি দেব। এটা ভয়ংকর প্রবণতা। দেশটাকে স্বাধীন থাকতে দিন।' রাজ্যের আইনজীবী আর বনশল বলেন, অভিযোগকারিণীকে গ্রেপ্তার করতে নয়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'খুব সাবধান! সামলে চলুন। নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না। আমরা এখানে বসে আছি মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য। এসমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত থাকুন। অতীতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করায় প্রভৃত হেনস্তার মুখে পড়েছেন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, বিজেপির যুবমোর্চা নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মা, কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল খাঁ'র মতো অনেকে।

বিচারপতির বক্তব্য

- এটা ক্ষমতার অপব্যবহার। একইসঙ্গে ভয়ংকর ঔদ্ধত্য
- এটা ভয়ংকর প্রবণতা। দেশটাকে স্বাধীন থাকতে দিন
- সামলে চলুন। নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না
- আমরা এখানে বসে আছি মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য
- এসমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত থাকুন।

করোনার মধ্যেই স্কুল খোলার আর্জি রাষ্ট্রসংঘের

রাষ্ট্রসংঘ, ২৯ অক্টোবর : করোনার মহামারির বিপদ সত্ত্বেও স্কুল খোলার আর্জি জানাল রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্বব্যাংক। বুধবার এই সংক্রান্ত এক রিপোর্টে তারা জানিয়েছে, করোনার কারণে গরিব দেশগুলির শিশুদের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলির শিশুরা যখন প্রায় চারমাস স্কুলশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তখন ধনী দেশগুলির শিশুরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে মাত্র ৬ সপ্তাহ। রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে দূরশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকায় সেখানকার শিশুদের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। ধনী ও গরিব দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভয়াবহ বৈষম্য তৈরি হয়েছে, তা কমানোর জন্য স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় অবিলম্বে নজর দেওয়ার আবেদন করেছে বিশ্বব্যাংক এবং ইউনেসকো। সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে স্কুলগুলি খোলা যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে আলোচনা চলছে।

ঘটনা হচ্ছে, এখনও করোনার টিকা আবিষ্কার হয়নি। সেজন্য বিশ্বের একাধিক দেশের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানির মতো কয়েকটি দেশে করোনার প্রকোপ কমার পর কিছুদিনের জন্য স্কুল খোলা হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেখানকার শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ ভয়াবহ আকারে বেড়ে যাওয়ায় স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতেও গত মার্চ মাস থেকে লকডাউনের কারণে সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ। আনলক পর্বে সম্প্রতি স্কুলগুলি খুললেও স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হয়নি। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমস্কুলগুলি অনলাইনে ক্লাস করালেও দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের সাধারণ স্কুলগুলির সাধারণ পড়ুয়া সেসব থেকেও বঞ্চিত। স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে স্কুলগুলি খোলা সম্ভব, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন কেন্দ্র, রাজ্য ও শিক্ষাবিদরা।

এরইমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আগামী ২ নভেম্বর থেকে স্কুল, কলেজগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জগন্মোহন রেড্ডির সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ খুলে দেওয়া হবে। আপাতত স্কুলগুলিতে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে। একদিন অন্তর করে অর্ধদিবস ক্লাস হবে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু হবে। সেক্ষেত্রেও অর্ধদিবস ক্লাস হবে। একদিন অন্তর করে হবে। ইউনিসেফের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান রবার্ট জেনকিন্স জানিয়েছেন, করোনা মহামারি গোটা বিশ্বের শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা ক্ষতি করেছে তার জন্য আমাদের বেশি দূরে তাকাতে হবে না। ধনী ও গরিব দেশগুলির মধ্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তাতে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। এর দায়িত্ব সরকারগুলিকেই নিতে হবে।

কেশুভাই প্রয়াত, মোদির শোকপ্রকাশ

আহমেদাবাদ, ২৯ অক্টোবর : হৃদরোগে মারা গেলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেল। আহমেদাবাদের এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৯২ বছর বয়সে। কেশুভাইয়ের মৃত্যুতে টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের একসঙ্গে একটি ছবি দিয়ে বলেন, 'আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কেশুভাই মারা গিয়েছেন। আমি গভীর দুঃখ পেলাম। এক অসামান্য নেতা ছিলেন তিনি। যত্ন নিয়েছেন সমাজের সব স্তরের মানুষের। গুজরাটের অগ্রগতি ও প্রত্যেক গুজরাটির ক্ষমতায়নের প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিল তাঁর জীবন।' সেপ্টেম্বরে করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন কেশুভাই। বৃহস্পতিবার সকালে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তাঁকে আহমেদাবাদের স্টার্লিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যু হয়েছে সেখানেই। হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: অক্ষয় কিলেদার জানিয়েছেন, এদিন সকালে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। ১১টা ৫৫ মিনিটে সবশেষ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। করোনা সংক্রমণের কারণে মারা যাননি। নবতিপর এই নেতার এক গৃহপরিচারকের সেপ্টেম্বরে কোভিড ধরা পড়ার পর তাঁরও পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রথমে অ্যান্টিজেন ও পরে আরটিপিসিআর টেস্ট, দুটি ক্ষেত্রেই করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছিল এই বর্ষীয়ান রাজনীতিকের। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন ১৯৯৮ সালে। ২০০১ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে সংঘের প্রচারক কেশুভাই গুজরাট বিধানসভার ছ'বার নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১২ সালে বিজেপি ছেড়ে গুজরাট পরিবর্তন পার্টি গঠন করলেও সে বছর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল কিছু করতে পারেনি। তিনি অবশ্য জিতেছিলেন বিসাবাদর পরিষদীয় আসনে। ২০১৪ সালে পরিবর্তন পার্টি বিজেপির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ওই বছর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কেশুভাই।

ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক

ঋদ্ধিমান চৌধুরী ● ঢাকা

২৯ অক্টোবর : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার, বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, স্থলবন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে চায় ভারত। ভারত মনে করে অটোমোবাইল, হালকা প্রকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপারে ভারতের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। এই সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের শিল্পায়নের চলমান ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাতে উভয় দেশই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। বৃহস্পতিবার এই আগ্রহের কথা জানান ভারতের হাইকমিশনার। শিল্পমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ সহ শিল্পমন্ত্রক এবং ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও বিশদ আলোচনা হয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা রক্তের সম্পর্কের মতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের বিশাল ত্যাগ ও সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। পারস্পরিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে দু'দেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন শিল্পমন্ত্রী। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য পরিধি বাড়াতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বাণিজ্যের পরিধি বাড়লে রপ্তানি সম্পর্কিত বিদ্যমান সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতগুলোর বিকাশে ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে।

আশার কথা শোনাচ্ছেন মোদি

বিনিয়োগের সেরা গন্তব্য হবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনা প্রাদুর্ভাবের পর এই প্রথম একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত ছন্দে ফিরছে দেশের অর্থনীতি। ভারতের বাজার নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছে। ফলে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে উদ্যোগপতিদের কাছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, সম্প্রতি কৃষি ও শ্রম আইনে যে সংস্কার তাঁর সরকার করেছে, তা বিশ্বের কাছে এই বার্তাই বহন করছে যে, নতুন ভারত বাজার এবং বাজারের শক্তিতে বিশ্বাস রাখে। তাঁর এই আশাবাদের নেপথ্যে রয়েছে পাঁচটি সূচক, কৃষি, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, উৎপাদন শিল্পের উন্নতি, গাড়ির বিক্রি এবং ইপিএফও-র গ্রাহক বৃদ্ধি, যা চাকরির বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত বহন করছে। নরেন্দ্র মোদির কথায়, 'আমি মনে করি, বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামোয় জোর দেওয়াটাই পূর্বাবস্থায় ফেরা এবং বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে। নতুন ভারত যাতে বিশ্বের তাবড় বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে পছন্দসই গন্তব্য হয়ে ওঠে, সেজন্য আমরা আমাদের সংস্কার কর্মসূচি চালিয়ে যাব।'

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, লকডাউনের সময় কৃষিক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়ার কৌশল কাজে দিয়েছে। ভারতীয় কৃষকরা এই সময়ে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করে রেকর্ড গড়েছেন। সরকারও উৎপাদিত ফসল সবচেয়ে বেশি সহায়ক মূল্য দিয়ে কিনে নেওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে তেজিভাব ফিরে এসেছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বেড়েছে। এর অর্থ, লগ্নির উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে ভারত নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। করোনা মহামারি সত্ত্বেও এবছর এপ্রিল থেকে অগাস্টের মধ্যে ৩৫৭৩ কোটি ডলার লগ্নি এসেছে ভারতে, যা গত বছর ওই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। তৃতীয়ত, অটো ও ট্র্যাক্টরের বিক্রি বেড়েছে। চতুর্থত, উৎপাদন শিল্প মন্দার ভাব কাটিয়ে পুনরায় জেগে ওঠায় চিন ও ব্রাজিলের পর ভারত তিন নম্বরে উঠে আসতে পেরেছে এক্ষেত্রে। জিএসটি আদায়ের হারও গত সাত মাসে বেশ ভালো হয়েছে। এগুলি অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত বলে মনে করেন মোদি। নতুন উদ্দীপক প্যাকেজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ঠিক সময়মতো দরকারি পদক্ষেপ আমরা করব। নিশ্চিত করা হবে ম্যাক্রো-অর্থনীতির স্থিতিশীলতাও।'

নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য, সরকার একেবারে ঠিক সময়ে লকডাউন এবং আনলকের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একদিকে যেমন বহু প্রাণ বেঁচেছে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তাঁর কথায়, 'অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হলে প্রথমে তাকে বুঝতে হবে এবং পরে তাকে রুখতে ঠিক কৌশল নিতে হবে। এই দু'ক্ষেত্রেই সরকার সফল। আমরা যা করেছি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে করেছি। তাই ফল পেয়েছি। লড়াইটা কেবল সরকারের ছিল না, ছিল জনগণেরও। আমরা থালা, মোমবাতি এবং প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে জাগাতে পেরেছি। জনচেতনাই করোনাকে রুখে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। এখনও করোনা যায়নি। হাতে আসেনি টিকাও। ফলে আমাদের সতর্ক হয়ে চলতে হবে। ভ্যাকসিন নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছেন, আমি দেশকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, টিকা একবার চলে এলে প্রত্যেককে টিকা দেওয়া হবে। একজনও বাদ যাবেন না।' মোদি বলেন, সরকার যে সংশোধনগুলি করেছে, সেগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চেয়েছিল কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা। কৃষি বিল সংশোধনের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল বেচার স্বাধীনতা অনেক বাড়ানো হয়েছে। শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে মালিক ও শ্রমিকদের আয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনতে। বিশেষজ্ঞরাও দীর্ঘদিন ধরে এসব সংস্কারের সুপারিশ করে এসেছেন। সরকার সেই সুপারিশ কার্যকর করেছে মাত্র। কিন্তু বিরোধীরা এর কৃতিত্ব সরকারকে দিতে চায় না, এই যা।

মোদিকে জঙ্গলরাজের জবাব দিলেন তেজস্বী

পাটনা, ২৯ অক্টোবর : দ্বিতীয় দফার প্রচারে এসে আরজেডি নেতা তথা বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবকে জঙ্গলরাজের যুবরাজ বলে বুধবার কটাক্ষ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার জবাবে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার মতো প্রকৃত ইস্যুগুলি এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুললেন লালুপ্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে। তেজস্বী বলেন, উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। উনি যা খুশি বলতে পারেন। আমি তার কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। তবে উনি যখন বিহারে এলেন, ওঁর উচিত ছিল, রাজ্যের জন্য বিশেষ প্যাকেজ, বেকারত্বের মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল। ওঁরা ৩০টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন। যদি ওঁদের প্রধানমন্ত্রী এরকম কথাবার্তা বলেন, তাহলে মানুষ সবকিছু জানে।

বিহারের ভোটপর্ব যত এগোচ্ছে ততই তেজস্বী সহ বিরোধী মহাজোটের জনসভাগুলি ঘিরে প্রচারের পারদ তুঙ্গে উঠছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি কিংবা সিপিআই নেতা কানহাইয়া কুমারের জনসভাগুলিতেও ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। তেজস্বী যেভাবে ১০ লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাহুল গান্ধি-কানহাইয়া কুমাররা যেভাবে কৃষক, শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে সরব হচ্ছেন, তাতে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নীতীশ কুমারের এনডিএ জোটের বিরোধী মহাজোটের এবারের লড়াই হবে সমানে সমানে। এদিকে জনসভাগুলিতে ভিড় দেখে বিরোধী মহাজোটের কারিগররা খুশি হলেও করোনা সংক্রমণের ভয়কে উপেক্ষা করে যেভাবে মানুষ দলে দলে ভিড় করছেন, তাতে উদ্বেগও বাড়ছে বিভিন্ন মহলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে সামাজিক দূরত্ববিধির তোয়াক্কা না করে তেজস্বীর হেলিকপ্টারের চারপাশে মানুষের জটলার ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এভাবে প্রচারাভিযানে করোনা বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ আরজেডি নেতৃত্ব। তেজস্বীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জয় যাদবের অভিযোগ, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর প্রচার ভেস্তে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা হওয়ার সুবাদে ওয়াই স্তরের নিরাপত্তা পেলেও তেজস্বীর সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কিছুই করছে না বলে অভিযোগ করেছেন সঞ্জয়। তেজস্বী এবং হেলিকপ্টারের পাইলট বারবার ভিড়কে দূরে সরে যেতে বললেও কোনও লাভ হয়নি। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশেও কোনও কাজের কাজ হচ্ছে না বলে আরজেডির অভিযোগ।

আরজেডি নেতা মনোজকুমার ঝা'র অভিযোগ, তেজস্বীর জনসভায় সমাজবিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্যা তৈরি করছে। এদিকে বিহারের ভোটপর্বের মধ্যেই মুঙ্গেরে দুর্গাপুজোর বিসর্জনে গুলি চালানোর ঘটনায় জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। আগামী সাতদিনের মধ্যে মগধের ডিভিশনাল কমিশনারকে এই ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ করতে বলেছে কমিশন। মুঙ্গেরের ঘটনায় একজন নিহত এবং বেশ কিছু লোক আহত হন। এই ঘটনায় আগেই রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন তেজস্বী এবং এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান।

> “প্রধানমন্ত্রী যখন বিহারে এলেন, ওঁর উচিত ছিল, রাজ্যের জন্য বিশেষ প্যাকেজ, বেকারত্বের মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা।
>
> **-তেজস্বী যাদব,** *আরজেডি নেতা*

সপা-কে হারাতে বিজেপির সঙ্গী হতে মরিয়া মায়াবতী

লখনউ, ২৯ অক্টোবর : ২০২২-এ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের ২ বছর বাকি থাকতেই সপার সঙ্গে বসপার পুরোনো শত্রুতা উসকে উঠল। সপা-কে হারাতে তাই ফের বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন বসপা নেত্রী মায়াবতী। বৃহস্পতিবার তিনি বিজেপির সঙ্গে জোট ঘোষণার পর রাজ্যে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা তো সরাসরি প্রশ্নই করেন, এরপর আর কিছু কি বলার অপেক্ষা রাখে। বিজেপি-বসপার গোপন আঁতাত আছে বলে দীর্ঘদিন ধরে বলে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু বহেনজি এতদিন বারবার সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন। কিন্তু তাঁর ঘোষণায় লখনউয়ের রাজনৈতিক উত্তাপ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধ নতুন করে শুরু হয় সপা-বসপার। আগামী ৯ নভেম্বর রাজ্যের ১০টি রাজ্যসভা আসনে ভোট হবে। শক্তি সীমিত হলেও বসপা একটি আসনে প্রার্থী দেয়। কিন্তু বুধবার বসপার ১০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫ জন বিদ্রোহের রাস্তায় হেঁটে দাবি করেছিলেন, মনোনয়নপত্রে তাঁদের সই জাল করা হয়েছে। আরও ২ বসপা বিধায়ক পরে বেঁকে বসেন। এই ৭ জন সপা সদর দপ্তরে গিয়ে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন। এতে ক্ষুব্ধ মায়াবতী বলেন, 'এঁরা যাতে আগামীদিনে বসপার টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা করব।' কংগ্রেসের পাশাপাশি সপা-কেও দলিত বিরোধী বলে মন্তব্য করেন তিনি। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সপার আসনসংখ্যা ৪৮। বসপার বিধায়ক সংখ্যা ১৮।

গত লোকসভা ভোটে যাবতীয় মতবিরোধ সরিয়ে চির প্রতিদ্বন্দ্বী সপার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন মায়াবতী। অখিলেশ ও তাঁর বুয়া-ভাতিজা জোট সেসময় রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছিল। কিন্তু ভোটে পরাজিত হওয়ার পর সেই জোট উধাও হয়ে যায়। বরং গত একবছরে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বে কংগ্রেস যতটা সক্রিয় হয়েছে, ততটাই নিষ্ক্রিয় দেখা গিয়েছে সপা ও বসপা-কে। বুধবারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বহেনজি বৃহস্পতিবার বলেন, 'অখিলেশ যাদবের দলের প্রার্থীদের পরাস্ত করতে আমি বিজেপিকেও ভোট দিতে রাজি। আমরা আগামীদিনে রাজ্য বিধান পরিষদের নির্বাচনে সপা প্রার্থীদের হারাতে সবরকম চেষ্টা করব। তার জন্য যদি আমাদের বিজেপি অথবা অন্য কোনও দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে হয়, তাই করব। যাঁরা সপাকে হারাতে সক্ষম, তাঁরা বসপার সমস্ত বিধায়কের সমর্থন পাবেন।' এই বার্তা দিতে গিয়ে জোটের স্বার্থে সপার বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালের গেস্ট হাউস মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওদের সঙ্গে জোট করা উচিত হয়নি আমাদের। আমাদের আরও গভীরে গিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার দরকার ছিল। সপার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা খুব বড় ভুল করেছিলাম।' গত লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর তাঁরা ভুল বুঝতে পারেন বলে মায়াবতী দাবি করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই সপার সঙ্গে জোট করেছিল বসপা। কিন্তু ওদের পারিবারিক ঝামেলার জন্য এই জোটের সুবিধা পায়নি সপা। ভোটের পর ওরা কোনও সম্পর্ক রাখেনি।'

> অখিলেশ যাদবের দলের প্রার্থীদের পরাস্ত করতে আমি বিজেপিকেও ভোট দিতে রাজি। আমরা আগামীদিনে রাজ্য বিধান পরিষদের নির্বাচনে সপা প্রার্থীদের হারাতে সবরকম চেষ্টা করব।
>
> **- মায়াবতী,** *বসপা নেত্রী*